# উন্নয়ন কিংবা ঘুনসির গপ্পো

**পাচু রায়**

একটা দোকানে বসে আছি। দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের জন্য চা এল। প্লাস্টিকের কাপ। অনেকে ঐ কাপেই গরম গরম চা নিল। একজন নিল না। সে ভাঁড় দাবি করল। এবং দাবিতে অনড় থাকল। তখন প্লাস্টিকের কাপে চুমুক চায়ে চুমুক দিতে দিতে এক কর্মচারী বলল -- আরে ইয়ার , প্লাস্টিকের কাপই তো ভালো, একদম ক্যানসার। আর ভাঁড় ? সেখানে মশা, মশা থেকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া। কোন জলে ভাঁড় ধুচ্ছে ইউ ডোন্ট নো। ডায়েরিয়া /কলেরা /গনোরিয়া /পাওরিয়া। ছিঃ ! এর থেকে ক্যানসার তো ভাল।

ঠিক এই রকম না হলেও প্রসঙ্গত এসে পড়ে মার্গারেট থ্যাচারের সেই বিখ্যাত উক্তি -- "কি দরকার ছিল ফরাসী বিপ্লবের, শুধু শুধু এত ব্লাডশেড ! আমরাই তো এনে দিয়েছি শিল্প-বিপ্লব বিনা রক্তপাতে।" হ্যাঁ, বিনা রক্তপাতেই বটে। আসলে ঠিকই বলেছিল ম্যাগী থ্যাচার। রক্ত বলতে তো বোঝায় সাদা চামড়ার রক্ত। কালো বাদামীদের রক্ত আবার রক্ত নাকি ! ফরাসী বিপ্লবে সেই সাদা চামড়াদের রক্তই ঝরেছিল। আর এখন রাশিয়ার পুতিন, চীনের 'কমিউনিস্ট পার্টি ', আর সেই সর্বত্যাগী ভিয়েতকং-দের উত্তরসুরীদের দেখে প্রশ্ন আসতেই পারে -- কি দরকার ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৩ কোটি রাশানের মরে যাওয়ার ? চীনের লং মার্চ এক মূঢ় অপব্যয় মনে হয় না এখন ? 'ইন্দোনেশিয়ার নিলে নাম বাংলা হবে ভিয়েতনাম' -- মনে পড়ে সেই শ্লোগান ? সেই ইন্দোনেশিয়ার পুঁজির জন্য লাল কার্পেট বিছানো এখনকার ভিয়েতনামের মাটিতে৷ চারপাশ থেকে চীনকে ঘেরো . . . যারা একদিন চীনকে ঘিরতে চেয়েছিল, ঘেরার জন্য যারা নাকি নেহরুকে তথা ভারতকে বাধ্য করেছিল চীন আক্রমণ করতে, সেই মার্কিণ পুঁজি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এখন চীনকে ঘিরে থাকে না, চীনের ভেতর ঘুরে বেড়ায় অবাধে। সেই আমেরিকা, সেই ইন্দোনেশিয়া, আজ প্রবলভাবে স্বাগত 'মহাচীনে ', মুসোলিয়ামে রক্ষিত  মাও ৎসে তুং -এর মরদেহের সামনে। আর এইসব দৃষ্টান্ত টেনে, একদা চীনপন্থী  (১৯৬৪ সালে জন্মের সময় ) পরে প্রবল চীন-বিরোধী (১৯৬৭-১৯৭৬ পর্যন্ত নকশাল আমলে ) 'মার্কসবাদী ' কমিউনিস্ট পার্টি এখন পুঁজিপতি সালিমকে সেলাম জানাচ্ছে ৫১০০ একর জমি দিয়ে (বা বিক্রি করে )। এটা নাকি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য ! আর এখানেই ওইসব ইতিহাস-ভূগোল-কেন্দ্রিক বড় বড় কথা বাদ দিয়ে আমার মামুলি প্রশ্ন -- উন্নয়ন কাকে বলে ?

উন্নয়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন কি সমার্থক ? জানি, এখন এই সহজ প্রশ্নটি করার প্রায় কোনো মানেই হয় না। কেননা গোয়েবেলসিয় কায়দায় প্রচার করতে করতে ব্যাপারটা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে, রাস্তা চওড়া হলে, ফুলের গাছ ফলের গাছ রোডের ধারে লাগানো হলে, বা সুন্দর সুন্দর বাগান তৈরি হলে, আমরা এক বাক্যে তাকে উন্নয়ন বলে মেনে নিই। এবং কি আশ্চর্য, তা-বড় তাত্বিকরাও একে উন্নয়ন বলে বিক্রির অনুমোদন দেন।

ঢাকুরিয়ার মতন, খালপাড়ের মতন, টালি নালার মতন, দখল করে বসবাস করার ঔচিত্য বিষয়ক কোনো আলোচনা এই পরিসরে আমরা উন্মুক্ত করতে চাইনা। ওখানে যারা আছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ওখানে থাকার 'যোগ্য ' নন , এটাও হতে পারে ; ঐ ধরনের উপনিবেশ নাগরিক স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করেনা এমন কথা আমরা বলব না ; 'ঐসব এলাকা সমাজবিরোধিদের সূতিকাগৃহ ' এ বিতর্কেও আমরা এই মুহূর্তে প্রবেশ করছি না। এই সমস্ত বিষয়ই উন্মুক্ত, কোনোভাবেই ক্লোজ্‌ড নয়। কিন্তু এটা তো সত্য যে, ঐ এলাকাগুলি উন্নয়নের পক্ষে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। কোনো একটি শহরের বা অঞ্চলের অতিসংখ্যক মানুষ প্রায় পশুর মতন (বিদেশে অবশ্য পশুরা অত খারাপ অবস্থায় থাকেনা ) না হলেও, নিপাট সাব-হিউম্যান স্তরে যদি বসবাস করে , তবে তাদের উচ্ছেদ করে আমরা যা-ই করিনা কেন তাকে কি উন্নয়ন বলা যায় ? সাজিয়ে গুছিয়ে পাথর-টাথর বসিয়ে গাছপালা লাগিয়ে হ্যালোজেন ল্যাম্প দিয়ে নগরায়ন করা যায়, নাগরিকদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য আনা যায়, পর্যটকদের আকর্ষণ করা যায়, কিন্তু তাকে উন্নয়ন বলা যায় না। বা আরও কোনো বড়

জমি থেকে আরও অনেক মানুষকে উচ্ছেদ করে কারখানা বানালে তাকে যত সহজে শিল্পায়ন বলা যাবে তত সহজে উন্নয়ন বলা যাবে না। যদি দেখা যায়, যে-জমির উৎপাদন থেকে হাজারটি পরিবারের যাবতীয় আর্থিক সামাজিক প্রয়োজন মিটত সেই জমিতে শিল্পায়নের ফলে অন্তত একশ'টি পরিবারেরও আর্থসামাজিক প্রয়োজন মিটছে না, তাহলে তাকে আমরা উন্নয়ন কিভাবে বলব ? যদি দেখা যায়, ওই জমির হাজারটি পরিবারকে উৎখাত করে দিয়ে এমন কারখানা গড়া হল যেখানে কাঁচা মাল সরবরাহ এবং কারখানাজাত পণ্য বিপণনের প্রক্রিয়ায় এক হাজার এক'টি পরিবারের আর্থিক-সামাজিক প্রয়োজন মিটছে, তাহলে আমরা সে শিল্পায়নকে উন্নয়নের সূচনা বলতে পারি। এক্ষেত্রে জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া সেই হাজারটি পরিবারের জীবনমানে উন্নয়ন না-ও ঘটতে পারে। তবুও সংখ্যার বিচারে একে উন্নয়ন বলে ধরতে হবে ( যদিও বাস্তবে এক হাজারটি পরিবারের বসবাসের এবং চাষ-আবাদের জমিতে কারখানা গড়ে তীব্র প্রতিযোগিতাময় সংকটের সময় অন্য হাজারটি পরিবারের সুরাহা করা প্রায় অলীক কল্পনা )। কিন্তু চওড়া রাস্তা তৈরি করা বা বাগান বাগিচা বানানো কিংবা উড়াল পুলে শহর ছেয়ে ফেলার কাজকে কখনোই সামগ্রিক উন্নয়ন বলা যায় না। নির্মিত সড়ক বা উড়াল পুল যদি সর্বস্তরের মানুষের ব্যবহারযোগ্য হয়, যদি পার্কগুলিতে সমস্ত আর্থ-সামাজিক স্তরের মানুষ স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারে, তবে তাকে যথার্থ নগরায়ন আমরা বলতে পারি বটে, কিন্তু বাস্তব চিত্রটি কি ? বিপুল অর্থে নির্মিত এই ব্যবস্থাগুলি মুষ্টিমেয় লোকের ব্যবহারে আসে। তাই এগুলি 'উন্নয়ন ' নয়, প্রকৃত উন্নয়ন একে বলা যায় না। এইসব প্রচেষ্টা তখন ঘুনসির মতন -- ন্যাংটা বালকের কোমরে ঝুলতে থাকা ঘুনসি, যা সেই বালকের কোনও কাজে লাগে না, স্রেফ শোভাবর্ধন ছাড়া।